# ঈশ্বরের আশীর্বাদের সঠিক ব্যবহার

## মার্ক ১:২৯-৩৪

এই ঘটনার উল্লেখ মথি ৮:১৪-১৭ এবং লুক ৪:৩৮-৪১ পদেও পাওয়া যায়। বিশ্রামবারে কফরনাহূমের সমাজগৃহে শাস্ত্র-পাঠ ও উপদেশদানের পর, যীশু সেখানে অশুচি আত্মাগ্রস্তকে সুস্থ করেন। সমাজগৃহে উপাসনা শেষ করে যীশু যোহন ও যাকোবকে সঙ্গে নিয়ে শিমোন (পিতর) ও আন্দ্রিয়ের বাড়িতে গেলেন। হয়তো, উপাসনার পর তাঁরা সেখানে আহার সহভাগিতায় অংশ নিতে গিয়েছিলেন।

পিতর বিবাহিত ছিলেন (১করি ৯:৫)। তাঁর বাড়িতে যীশু ও অন্য শিষ্যরা এসেছেন। স্বাভাবিকভাবেই, তাদের সেবায় পিতরের বাড়ির সবাই এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু পিতরের শাশুড়ি অসুস্থ হওয়ায় এই কাজে ব্যাঘাত ঘটে। ভীষন জ্বর তাঁকে শয্যাগত করেছিল। তাই, এ-বিষয়ে তাঁরা যীশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

এর আগে (১:২১-২৮) আমরা অধ্যাপক ও মন্দ-আত্মার উপরে যীশুর ক্ষমতার প্রকাশ দেখেছি। এখানে আবার আমরা অসুস্থতা বা জরা-ব্যধির উপরও যীশুর ক্ষমতার প্রকাশ দেখতে পাই। এদন উদ্যানে মানবজাতির পাপে পতনের পর থেকে জরা-ব্যধি আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। আদমের পাপের ফল প্রকৃতির প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। এর ফলে, আমাদের শরীরও বিভিন্ন রোগ ও আমাদের শেষ শত্রু মৃত্যুর কবলে পড়ে। ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী আমরা সকলে রোগাক্রান্ত হই বা মারা যাই। একথায় যদিও আমরা অনেকে ভয় পাই, তথাপি, আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে শারীরিক অসুস্থতা বা মৃত্যু থেকে আত্মিক ব্যধি বা আত্মিক মৃত্যু অনেক বেশি মারাত্মক। কারণ, আত্মিক-মৃত্যু আমাদের জীবনে অনন্ত-মৃত্যুকে নিয়ে আসবে। কিন্তু আমরা অনেকেই এই সত্য উপলব্ধিতে ব্যর্থ। কারণ, আমাদের কাছে পার্থিব বিষয় আধ্যাত্মিক বিষয়ের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবে, আমাদের শারীরিক ব্যধির পিছনে আমরা আমাদের বিভিন্ন কু-অভ্যাস বা মন্দ জীবনযাত্রাকে নির্দেশ করতে পারি। কিন্তু, আত্মিক-জীবন লাভ আমাদের ঐ প্রকার জীবনযাত্রা থেকে দূরে রাখে। যার ফলস্বরূপ, যীশু খ্রীস্টেতে নতুন-জীবন শারীরিক-ব্যধি থেকেও আমাদের মুক্তি দেয়। পাপের সম্পূর্ণ বিনাশের পর স্বর্গে কোনও জরা-ব্যধি বা মৃত্যু থাকবে না।

কিন্তু আমরা সকলে এখনও স্বর্গে পৌঁছাইনি এবং এখনও আমরা এই পাপপূর্ণ পৃথিবীতে শারীরিক অসুস্থতার কবলে বাস করছি। মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত (রোমীয় ৭:১৫, ১৯) পাপ করার প্রলোভন অনুভব করে চলেছি, এবং অনেক সময় পতিতও হই। কিন্তু খ্রীস্ট কালভেরীতে ক্রুশের উপর আমাদের জন্য পাপ ও পাপের কবলের উপর জয়লাভ করেছেন (১করি ১৫:৫৭)। তাই, তিনি যেমন আমাদের পাপ সকল ক্ষমা করেন, আমাদের রোগও সুস্থ করেন। কারণ, রোগ-ব্যধির উপরও তাঁর ক্ষমতা বর্তমান।

এখানেও যীশু পিতরের শাশুড়িকে সুস্থ করে রোগ-ব্যধির উপর তাঁর ক্ষমতার প্রকাশ করলেন। এর দ্বারা, আবার প্রমাণিত হল যে, যীশুই প্রতিজ্ঞাত মশীহ (বা খ্রীস্ট, যার অর্থ, জগতের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধনকারী ঈশ্বরের অভিষিক্ত ব্যক্তি) এবং ঈশ্বরের রাজ্য আমাদের কাছে এসে গেছে। এর প্রমাণ, শয়তান বা মন্দ-শক্তির অপসারণ এবং ঈশ্বরের শক্তির জয়। পিতরের শাশুড়ির একটু আগেও জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু যীশু যখন তার হাত ধরে তুললেন, সে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হল। শুধু তাই নয়, কোন ক্লান্তভাবও তাতে দেখা গেল না, নতুন শক্তিতে যীশু ও তাঁর শিষ্যদের সেবায় সে এগিয়ে গেল।

সমাজগৃহে মন্দ-আত্মাগ্রস্ত ব্যক্তির সুস্থকরণ বা পিতরের শাশুড়ির অসুস্থতা থেকে সুস্থকরণের খবর যখন কফরনাহূমের অন্যেরা পেল, সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে, অর্থাৎ, বিশ্রামবার শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা সুস্থ হবার আশায় পিতর-আন্দ্রিয়ের বাড়ির দরজায় ভিড় করল (৩২,


অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

৩৩ পদ)। পাপ ও পাপের কবলে আবদ্ধ মানুষদের প্রতি যীশুর ভালোবাসা, দয়া ও ক্ষমতার প্রকাশ সর্বদা বর্তমান। তাই, তাদের সুস্থ করতে যীশু তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন। অনেকে সুস্থ হল।

বিশ্বাসী আমরা আমাদের জীবনে খ্রীস্টকে অনুসরণ করব। কিন্তু একথা সত্য যে আমরা খ্রীস্ট বা ঈশ্বর নই। আমরা তাঁর সমান ক্ষমতা বা শক্তির অধিকারী নই। তথাপি, ঈশ্বর চান, আমাদের মাধ্যমে তাঁর শক্তির প্রকাশ করতে। তাঁর নামের সেবায়, তাঁর রাজ্যে তিনি আমাদের ব্যবহার করতে চান। আমরা তাঁর রাজ্যের রাজদূত (২করি. ৫:২০)। আমাদের সমাজে আমরা খ্রীস্টের প্রতিনিধি।

তাই, তিনি আমাদের বিভিন্ন আশীর্বাদ করেছেন। তিনি আমাদের বিভিন্ন দান, বর, ক্ষমতা, প্রতিভা বা সম্পত্তি-প্রতিপত্তি দিয়েছেন। ঈশ্বরের রাজ্যে ব্যবহারের জন্য তিনি আমাদের এ সমস্ত আশীর্বাদ করেছেন। আমরা কীভাবে এগুলির ব্যবহার করছি? শাস্ত্র আমাদের ঈশ্বরের করুণার উত্তম ধনাধ্যক্ষ হতে শিক্ষা দেয়। আমরা কি উত্তম ধনাধ্যক্ষ? আমরা কি আমাদের সময়, দান, প্রতিভা, অর্থ বা প্রতিপত্তি তাঁর রাজ্যের সেবায় ব্যবহার করছি? হারিয়ে যাওয়া আত্মা বা হৃদয়-ভেঙ্গে যাওয়া বা পাপের কবলে যন্ত্রণা-ভোগকারী মানুষদের জন্য আমাদের দায়িত্ব অনুভব করি?

আমরা যদি আমাদের চারপাশের মানুষদের জীবনে কোন প্রকার পরিবর্তন আনতে চাই, মণ্ডলী হিসাবে আমাদের সমাজে আমরা কিছু করতে চাই, তাহলে, তাদের হৃদয় স্পর্শ করে এমন কাজ বা পথ আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহে আমাদের আহ্বান করেছেন। অন্ধকার জগতে তিনি আমাদের জীবনে আলো ফুটিয়েছেন। জগতের বুকে আমরাই আশার আলো। তিনি যেমন আমাদের আশীর্বাদ করেছেন, আসুন, অন্যকে আশীর্বাদ করতে আমরা তা ব্যবহার করি।